''মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার''

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং- ৫৫.১২.০০০০.১০৭.৩২.০০৩.১৯-৪০৫ তারিখ: ০৬/০৮/২০২০

বিষয়: আইনের শাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে প্রেরিত পরামর্শ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ০১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ০৮/০৭/২০১৮ইং তারিখের স্মারক নং- এনএইচআরসিবি/corr:G:/২০৬/১২(অংশ-৩)-৬৭৭৭
০২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ০৬/১১/২০১৯ইং তারিখের স্মারক নং- ৫৫.১২.০০০০.১০৭.৩২.০০৩.১৯-৭৮৩
০৩. সাবেক চেয়ারম্যান মহোদয় প্রেরিত ২৮/০৫/২০১৮ইং তারিখের ডিও নং: এনএইচআরসিবি/চেয়ার:/৪১৯/১৬-৪২

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, গত ৩১ জুলাই ২০২০ ইং রাত অনুমানিক ০৯.২৫ ঘটিকায় শামলাপুর তল্লাশী চৌকীতে পুলিশের গুলিতে সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান নিহত হন। ঘটনা পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে মেরিন ড্রাইভ রোডের ক্রসফায়ার সংক্রান্ত প্রকাশিত কিছু উদ্বেগজনক প্রতিবেদন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

০২। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে কমিশন উল্লেখ করছে, সূত্রোক্ত ১ নং স্মারকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হতে গত ০৮/০৭/২০১৮ ইং মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে আইনের শাসন ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি নির্দেশনা প্রদান করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো (কপি সংযুক্ত)। পরবর্তীতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকে প্রকাশিত 'war on drugs' প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ২ নং সূত্রে কমিশন উল্লেখ করে মানবাধিকার এবং সংবিধান আলোকে কোনো বিচার বহির্ভূত মৃত্যুই কাম্য নয়। প্রতিবেদনে প্রকাশিত ঘটনাসমূহের সুষ্ঠু তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সমীচিন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ম্যান্ডেট আলোকে ১ নং সূত্রে প্রদত্ত মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট যে প্রস্তাবসমূহ দেওয়া হয়েছিল তা অনুসরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ গৃহীত ব্যবস্থা কমিশনকে অবহিত করার জন্যও ২ নং সূত্রে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ৩নং সূত্রে কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিত ডি.ও. পত্রটির কপি সংযুক্ত করা হলো।

০৩। কমিশন মনে করে উক্ত নির্দেশনা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হলে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্দুক যুদ্ধ সংক্রান্ত অভিযোগের পুনঃরাবৃত্তি ঘটতো না এবং দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রশ্নবিদ্ধ হতো না। কমিশন থেকে প্রেরিত সূত্রে বর্নিত পত্রের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে কী ব্যবস্থা/ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা কমিশনকে জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করার জন্য নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ
০৭ (সাত) পাতা।

৬/৮/২০২০

(আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর)
(জেলা ও দায়রা জজ)
সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
টেলিফোনঃ ৫৫০১৩৭১৮ (দপ্তর)

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:
০১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (মুখ্য সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)